উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে বাঁকুড়ায় সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান

সঞ্জয় ঘোষ, বাঁকুড়া : জেলায় সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আবু আয়েস মণ্ডল বৈঠক করলেন। এই বৈঠকে সংখ্যালঘু সংগঠনের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শুক্রবার দুপুরে এই বৈঠকে জেলাশাসক, জেলার ৩ মহকুমাশাসক, সভাধিপতি ও ২২টি ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরাও ছিলেন। তবে এদিন জুম্মাবার হওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাত্র ৫ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। এছাড়া জৈন ও খ্রিস্টানদের একজন করে প্রতিনিধি ছিলেন। মাইনোরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান আবু আয়েস মণ্ডল বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের ঘোষিত সংখ্যালঘু উন্নয়নের গতি প্রকৃতি দেখতে জেলায়-জেলায় যাচ্ছি।' তিনি জেলার প্রত্যেক

বিডিওকে উন্নয়নের কাজে গতি আনতে বলেন। ২০২১ সালের মধ্যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত সংখ্যালঘু উন্নয়নের সব কাজ শেষ করার ওপরও জোর দেন। সেসঙ্গে এসএসকে'র পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের ভরতির কথা বলেন। তিনি জানান, ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী বাঁকুড়া জেলায় মোট জনসংখ্যার ৮.০২% মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলায় এরমধ্যে ৯টি মাইনোরিটি হোস্টেলের কাজ শেষ হয়েছে, দু'টির কাজ চলছে। জেলায় ১৪০টি ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। চলতি বছরের ২৪জন হজ করেছেন। সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষার হার ৭০.২৬%। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছে সমস্যার কথা জানতে চাইলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক সাহেদ পাহলোয়ান দাবি করেন, 'এমএসডিপি ও আইএমডিপি প্রকল্পে ১০০% সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যয় করতে হবে। জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি ও বেসরকারি পদে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য প্রতি ব্লকে একটি করে তদারকি কমিটি গড়তে হবে। যার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। সায়েদ পাহালওয়ান হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, বাঁকুড়া জেলা পরিষদে ৪৬ টি আসনের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের একজনও প্রতিনিধি নেই। এর উত্তরে আবু আয়েস মণ্ডল বলেন, 'ওসব রাজনৈতিক দলের বিষয়। এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। জেলা মাইনোরিটি বিভাগের বিভাগীয় আধিকারিক জানান, 'সরকারি চাকরিতে জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সংখ্যা খুবই কম।'

ইন্দাসে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার শাঁশপুরে ১৯ বছর বয়সি গৃহবধূ সরোজনী মুর্মুকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগে তার স্বামী দেবব্রত মুর্মু ও শাশুড়িকে আটক করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৬ মাস আগে দেবব্রতর সঙ্গে বর্ধমানের রায়নার বাসিন্দা সরজনীর বিয়ে হয়। মৃত্যুর সময় সরোজনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে জানা গেছে। মৃতার শ্বশুরবাড়ির দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে সরোজনী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। শুক্রবার সকালে ইন্দাস থানার পুলিশ গিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে এদিন মৃতার বাপেরবাড়ির তরফ থেকে মেয়েকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা রজু করা হয়েছে। তবে মৃতার বাপেরবাড়ির তরফ থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় খুনের মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত করা হবে।'

দুর্গাপুর পুরনিগমে টোটো চালকদের বিক্ষোভ

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : অনেক বছর ধরে টোটো চালানোর পরেও বৈধতা না মেলায় ও পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে শুক্রবার দুর্গাপুর পুরনিগমের মূল গেটের সামনে বসে টোটো চালকরা বিক্ষোভ দেখালেন। নগরনিগমের দু'টি গেটই অবরুদ্ধ করে রাখআ হয়। তাদের অভিযোগ, শোরুম বন্ধ না করে প্রশাসন অযথা খেটে খাওয়া টোটো চালকদের গাড়ি আটকে রেখে তাদের রুজি রোজগার বন্ধ করে দিচ্ছে। এদিকে টোটো চালকদের এই আন্দোলনের জেরে নগরনিগমে আসা সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়ে। এদিন আন্দোলনকারীরা প্রথমে দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় থেকে মিছিল করে দুর্গাপুর নগরনিগমে আসেন। এরপরই

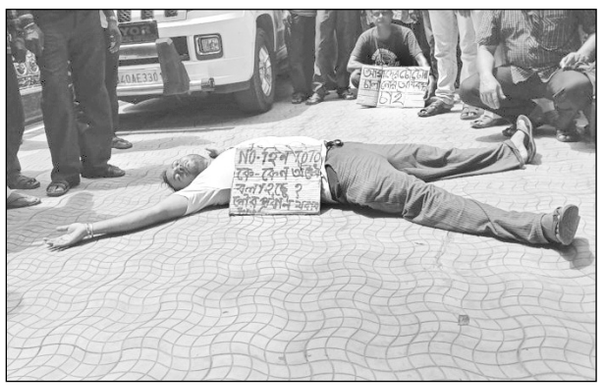

টোটো চালকরা হুঁশিয়ারি দেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সমস্যা মিটছে ততক্ষণ তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। চালকদের আন্দোলনের সময় মৃত্যুঞ্জয় সরকার নামে এক টোটো চালক অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দুর্গাপুর নগরনিগমের ডাক্তাররা অসুস্থ টোটো চালককে দেখতে গেলে তারা চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করে। এরপর পুলিশের গাড়িতে অসুস্থ ওই টোটো চালককে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলা আবাস যোজনায় তালিকা অনুযায়ী নাম পাঠানোর নির্দেশ

আশিস মণ্ডল, সিউড়ি : বাংলা আবাস যোজনায় তালিকা অনুযায়ী পরপর নাম পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তাতেই বেঁকে বসেছে পঞ্চায়েত প্রধানরা। ফলে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও নামের তালিকা নথিভুক্ত হচ্ছে না বলে অভিযোগ। তাতে প্রাপকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক নজরদারির কারণে গ্রামে পছন্দের লোককে আগে বাড়ি করে দিতে না পারায় জনপ্রতিনিধিরাও গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিটি পঞ্চায়েত থেকে তালিকা অনুযায়ী ৮৩ হাজারের মধ্যে ৪২ হাজারের কাছাকাছি নাম নথিভুক্ত হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) দীপেন্দু বেরা জানান, 'আশা করছি আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমরা পুরো তালিকা তৈরি করতে পারব।' এদিকে, বাংলা আবাস যোজনায় যাতে কোনো গরমিল না হয়, চিঠি লিখে তা জেলাশাসককে জানিয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। জেলা প্রশাসনের তরফে এবার প্রথমেই তালিকা ধরে পরপর আবাস যোজনা প্রকল্পে নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তালিকা পাঠানোর আগে ভালো করে ওই প্রাপক সম্বন্ধে সবকিছু যাচাই করে নিতে হবে। কোথাও অসঙ্গতি পেলে ওই নাম বাদ দিতে হবে। উল্লেখ্য, জেলার ১৯টি ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে সাঁইথিয়া। ৬৯৭৭টি বাড়ি প্রাপক হিসাব থাকলেও নাম এসেছে ৪৬৮টি। রাজনগরে ১৯২৮টির মধ্যে নাম নথিভুক্ত হয়েছে ৭৮০ টি। ময়ূরেশ্বর দুই ব্লকে ৩৩৫৫টি বাড়ির মধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে ৯১৭ টি। সিউড়ি দুই ব্লকে ২৫৪৬ টির মধ্যে নাম এসেছে ৮৪৮টি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মেমারি থানার বিজুর গ্রামের এক বাড়ির বাগানের গাছ জিআই তার দিয়ে ঘেরা। জিআই তারে ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ। গোরু নিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান পিরু রায় (৫৯)। পুলিশ বাড়ির মালিক শ্রীমতি হেমব্রমকে গ্রেফতার করেছে।

ছেলের অত্যাচারে বাড়ি ছাড়া বাবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বড়ছেলের অত্যাচারে প্রায় ৩ মাস ধরে বাড়ি ছাড়া বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রামের বাসিন্দা কাপড়ের ফেরিওয়ালা আব্দুল করিম। জেলা প্রশাসনের সব স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। তাই শুক্রবার তিনি বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে ছেলের এই অত্যাচারের বিহিত চেয়ে লিখিত আবেদন জানান। তিনি জানান, 'আমার যাবতীয় সম্পত্তি ৪ ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছি। আমার মাত্র ১ বিঘে জমি রয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা সেই জমি বড় ছেলের নামে জোর করে লিখে দেওয়ার জন্য আমার ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। মন্তেশ্বর থানায় জানিয়েও লাভ হয়নি। ৩ মাস হল মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খাবার জুটছে না। প্রশাসন হস্তক্ষেপ করুক, যাতে আমি নিজের বাড়িতে ফিরতে পারি।'

ফার্মাসিস্টকে মারধরের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এনআরএসে ফার্মাসিস্টকে মারধরের ঘটনায় শুক্রবার বর্ধমান হাসপাতাল চত্বরে প্রতিবাদ মিছিল বের করল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধীন সব স্বাস্থ্যকর্মী। উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর বিনা প্রেসক্রিপশনে ওষুধ না দেওয়ায় এনআরএসের এক ডাক্তার ফার্মাসিস্ট রবিকুমার জয়দেব কুণ্ডুকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্যকর্মী বিশ্বজিৎ সাঁই জানান, 'আমরা ওই ডাক্তারবাবুর বিচার চাই। এই ঘটনা চিকিৎসা সমাজের কলঙ্ক।'

আউশগ্রামে রক্তদানের মাধ্যমে মহরম পালন

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, আউশগ্রাম : শুক্রবার আউশগ্রামের ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে ভেদিয়া অঞ্চল মহরম কমিটির সহযোগিতায় রক্তদান শিবির হয়। প্রতি বছর রক্তদানের মাধ্যমেই তাঁরা মহরম পালন করবেন বলে শপথ নেন। মহরমে নিজেদের শরীর কেটে রক্ত ঝরিয়ে শোক জানানোর রেওয়াজ রয়েছে তাঁদের মধ্যে। এবার বাদ পড়ল ব্লেড মাতন, জিনজি মাতন। আলোচনা করে তাঁরা সেই প্রথা ভাঙেন। এর বদলে ওই রক্ত যাতে কিছু মরণাপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কাজে লাগে, তার ব্যবস্থা করবেন। সেই উদ্দেশ্যেই আউশগ্রামের ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে রক্তদান শিবির হয়। এদিন ১৬০জন রক্তদান করেন। ছিলেন হাজি সাহেব সৈয়দ মুরশেদ আলি, ইরাক থেকে আসা ড. সাবেক হুসেন, আউশগ্রামের শিক্ষারত্ন ড. শামসুল আলম ও ভেদিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নাসিরুল শেখ। মহরম কমিটির কর্মকর্তা আজিজুল শেখ জানান, 'আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি রক্তদাতাদের হাতে একটি করে ফল গাছের চারা দেওয়া হয়। রক্ত নষ্ট না করে রক্ত দান করার জন্য আমরা সব মহরম কমিটিকে আহ্বান জানাব।' হাজি সাহেব সৈয়দ মুরশেদ আলি বলেন, 'মহরম ত্যাগের প্রতীক। মানুষের উপকারে লাগা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ধর্মাচারণের মূল উদ্দেশ্য।'

ডাকের সাজ তৈরিতে দিগন্ত ছুঁতে প্রস্তুত রানিগঞ্জের মালাকার পরিবার

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, রানিগঞ্জ : বর্ষার এখনো পুরোপুরি না গেলেও মাঠে মাঠে কাশফুলের দোলা শুরু হয়ে গেছে। তিথি অনুসারে বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণের মনসা ও গণেশ পুজো পেরিয়ে গেছে। দুর্গাপুজোর আমেজে তাই ঢাকে কাঠি পড়ার শব্দও তীব্র হচ্ছে ক্রমশ। উৎসবমুখর বাঙালির সেই পুজোকে সামনে রেখে অন্যান্য বছরের মত এবারও ডাকের সাজে মূর্তি প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রানিগঞ্জের বল্লভপুর পঞ্চায়েতের বক্তারনগর গ্রামের মালাকার পরিবার। তিন পুরুষ ধরেই রানিগঞ্জের এই পরিবার শিল্পাঞ্চলের মণ্ডপে মণ্ডপে ডাকের সাজের মূর্তি সরবরাহ করে আসছে। তবে অন্যান্য পুজোর তুলনায় শারদোৎসবেই মায়ের অঙ্গ সজ্জায় ডাকের সাজের কদর বাড়ে। তাই সারা বছর তেমন চাহিদা না থাকলেও বর্ষার সময় থেকেই পরিবারের সব সদস্যরাই নাওয়াখাওয়া ভুলে ডাকের অলঙ্কার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে মালাকার পরিবারের তৈরি ডাকের সাজের নাম ছড়িয়ে পড়েছে জেলার বাইরেও। তাই কৃষ্ণনগর বা কুমোরটুলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম থেকেও বায়না এসে পড়ছে রোজ। পরিবারের তরফ থেকে সমর মালাকার জানান, 'দিনে দিনে পুজোর সংখ্যা বাড়ায় মূর্তির ডাকের সাজের চাহিদাও বেড়েছে। মায়ের অঙ্গ সজ্জার ক্ষেত্রেও অনেক আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তাই কাজ করার ক্ষেত্রে যেমন কিছুটা সুবিধা হয়েছে, তেমনই ডাকের সাজ তৈরির উপকরণেরও দাম বেড়েছে। পরিশ্রম অনুসারে এখন এই কাজে মুনাফা নেই তেমন। তবে বাপ-ঠাকুর্দার

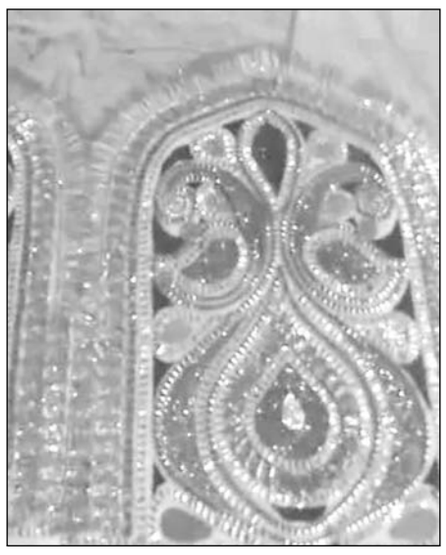

শিল্পকীর্তিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা তাগিদ রয়েছে।' তবে বছরের অন্য সময় কাজ না থাকায় এখানের নবীন প্রজন্মের অনেকেই আজ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়র থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহের কাজে ব্যস্ত। তবে সমর মালাকার জানান, 'তিনপুরুষে পরিবার বেড়েছে। অনেকেই আসানসোলের গাড়ুই ও অণ্ডালে বসবাস করছেন। তারাও আস্থা ও সম্মানের সঙ্গে পূর্বপুরুষের এই ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছেন।' **ছবি জয়ন্ত সাহা**

নয়াবসতের পাট্টা হাতে পেল জয়পুরের ৩৭টি পরিবার

সঞ্জয় সরকার, বিষ্ণুপুর : ৪১ বছর বেআইনিভাবে বসবাস করার পর শুক্রবার সেই জমির অধিকার পেলেন বাঁকুড়ার জয়পুরের শ্যামপুকুরের ৩৭টি পরিবার। এদিন জয়পুরের হেতিয়ায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৭টি তপশিলি জাতির পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তথা কোতুলপুরের তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল সাঁতরা। অনেকদিন উদ্বাস্তুর মতো বসবাস করার পর এদিন জমির পাট্টা হাতে পেয়ে খুশি ওই সব পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৭ সালে গোটা পশ্চিমবঙ্গ তলিয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ বন্যায়। সেই বন্যার হাত থেকে রেহাই পায়নি জয়পুরের দ্বারকেশ্বর নদ লাগোয়া শ্যামপুকুরের বাসিন্দারা। নদী ভাঙনে তলিয়ে যায় তাঁদের বসত ভিটে। তখন ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে মোট ৩৭টি পরিবারের সদস্য। সেই সময় তাঁরা আশ্রয় নেন একটি সরকারি পুকুরের পাড়ে। সেই সময় থেকেই ওই পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছে আর্জি জানিয়ে আসছিলেন তাঁদের বসত জমির অধিকার দেওয়ার জন্য। অভিযোগ, বাম আমলে প্রত্যেক ভোটের আগে তাঁদের জমির পাট্টা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোট মিটে যাওয়ার পর ফের তাঁরা সেই তিমিরের রয়ে গেছেন। বসত জমির মালিকানা আর মেলেনি। এবার মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরার চেষ্টায় ওই ৩৭টি পরিবার খুশি জমির পাট্টা পাওয়ায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জমি সংক্রান্ত সব জটিলতা কাটিয়ে ওই পরিবারগুলির হাতে জমির পাট্টা তুলে দেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জয়পুরের যুগ্ম বিডিও সংলিতা চন্দ্র ও জয়পুরের ওসি শেষ কুমার। এদিন শ্যামল সাঁতরা বলেন, '১৯৮৭ সালের বন্যায় শ্যামপুকুর অঞ্চলের ৩৭টি পরিবারের ঘরবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। তাঁরা ভিটেমাটিহারা হয়ে পড়েন। সেই সময় ওই পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় একটি সরকারি পুকুরের পাড়ে বসতি গড়ে তোলেন। তখন থেকেই পরিবারগুলি ওই জমির মালিকানা দাবি করে আসছেন। কিন্তু এতদিনেও তাঁরা তা পাননি। গত বছর আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ক্যাবিনেট মিটিং করার সময় ওই বিষয়টি জানাই। তিনি বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে দেখে আইনি জটিলতা কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তপশিলি জাতি তালিকাভুক্ত ওই ৩৭টি পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফরকে নির্দেশ দেন। সেই প্রক্রিয়া শেষে এদিন জমিহারা ৩৭টি পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হল।'

সিএলএস লিমিটেড
L50403WB1863PLC000114
রেজিস্টার্ড অফিস
20, সালকিয়া স্কুল রোড
সালকিয়া, হাওড়া – 711 106
ই-মেল: clsltd1863@gmail.com
সদস্যদের অবগতির জন্য
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, **সোমবার, 30শে সেপ্টেম্বর, 2019, বেলা 11.30 টায়** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **20, সালকিয়া স্কুল রোড, সালকিয়া, হাওড়া–711106**–এ সিএলএস লিমিটেডের সদস্যদের 155তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। চুক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিকট প্রচারিত হয়েছে। উক্ত সভায় ব্যবসায়িক কার্যপরিচালনার বিষয়টি সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার **23শে সেপ্টেম্বর, 2019** থেকে **30শে সেপ্টেম্বর, 2019** পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে। অনুগ্রহপূর্বক সভায় যোগদান করুন।
বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের– আদেশবলে
সিএলএস লিঃ–এর পক্ষে
স্বাঃ
আনন্দ নারায়ন সিং
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০১.০৯.২০১৯
স্থান : হাওড়া

১৩০০৫ আপ হাওড়া-অমৃতসর মেল ৬/৯ থেকে ১১/৯/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বারাণসী-সুলতানপুর-লক্ষ্ণৌ হয়ে পথ পরিবর্তন
লক্ষ্ণৌ ডিভিসনের বারাণসী অঞ্চলে লোহটা (এনআর) ও মনদুয়াদিহ (এনইআর) স্টেশনের মধ্যে নতুন কর্ড লাইন স্থাপনের জন্য, **০৬.০৯.২০১৯ থেকে ১১.০৯.২০১৯ তারিখ** হাওড়া থেকে ছাড়ার **১৩০০৫ আপ** হাওড়া-অমৃতসর মেল **পথ পরিবর্তন করে বারাণসী-সুলতানপুর-লক্ষ্ণৌ হয়ে চলবে।**
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
❒ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী : ৯৭৪৮৩০৬৩১৩ ❒ মণিশ সাহা : ৯০৭৩২৫৭০১০
❒ নারায়ণ মালাকার : ৯৮৩২০১৬০৫৮ ❒ মলয় বিশ্বাস : ৯৮০৪৯৩৫৮৫৪

লাইকিস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫৭বি, সি.আর. অ্যাভেনিউ, প্রথম তল, কলকাতা - ৭০০০১২
CIN : L74999WB1984PLC038064
ফোন : ০৩৩ ৪০০৪ ৫২৬৫, ফ্যাক্স : ০৩৩ ৪০০৪ ৫২৬৫
ই-মেল আইডি : lykisho@lykisgroup.com / cs@lykisgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lykisgroup.com
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সকাল ১০.৩০টায়, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত বিশেষ ও সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য কোম্পানীর সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা "সানাই", ১৮১/১, উপেন ব্যানার্জী রোড, এয়ারপোর্ট মোড়, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০-এ অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তি সহ ২০১৮-১৯ আর্থিক বার্ষিক রিপোর্ট ডিপোজিটরি / কোম্পানীর কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আইডিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ও নথিভুক্ত ঠিকানায় ডাক / কুরিয়ারের মাধ্যমে সদস্যদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত নথিগুলি কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.lykisgroup.com -এ পাওয়া যাবে। যেসব সদস্যরা বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক বিবরণী পাননি তাঁরা এগুলি ডাউনলোড করতে পারেন কোম্পানীর ওয়েবসাইট থেকে বা রেজিস্ট্রার ও শেয়ারট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নথিগুলির কপি পেতে লিখে রিকোয়েস্ট করতে পারেন এই ঠিকানায় : মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ৭এ, বেলতলা রোড, প্রথমতল, কলকাতা - ৭০০ ০২৬।
কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ ও উক্ত ধারার অধীন অন্যান্য প্রযোজ্য ধারা অনুযায়ী, কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে সোমবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত এ জি এম-এর কারণে বন্ধ থাকবে।
সংশোধিত কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল-২০সহ কোম্পানীজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর সেকশান ১০৮ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪নং ধারা অনুযায়ী, কোম্পানী তাঁর সদস্যদের ৩৫তম এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত প্রস্তাবের ওপর বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতি দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (এজিএম-এর স্থান ছাড়া অন্য দূরবর্তী স্থান থেকে)। কোম্পানী সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা দিতে ন্যাশনাল সিকিওরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির সূচনা হবে শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সকাল ৯টা ও সমাপ্ত হবে রবিবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বিকাল ৫টা। যেসব সদস্যের নাম কাট অফ তারিখ সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর হিসাবে রেজিস্টার অফ মেম্বারস / বেনিফিসিয়ালস ওনার্সে নথিভুক্ত আছে তারাই একমাত্র ই-ভোটিং / সভায় উপস্থিত থেকে ভোটদানের সুবিধা পাবেন। কোনো ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানীর সদস্য হয়েছেন ও কাটঅফ তারিখের হিসাবে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার হয়েছেন তিনি এই ই-মেল আই ডি-তে evoting@nsdl.co.in-এ রিকোয়েস্ট করে বা এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করে ই-ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন আই ডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে সদস্যরা http://www.evoting.nsdl.com -এর হেল্প ও এফএকিউ সেকশনের সাহায্য নিতে পারেন। ভোটের ফল প্রযোজ্য ধারার নিয়মানুযায়ী প্রকাশ করা হবে ও বিএসই ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।
সদস্যদের জিজ্ঞাসা / অভিযোগ থাকলে নিম্নস্তো ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন : শ্রী রতন কুমার মিশ্র, আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ৭এ, বেলতলা রোড, প্রথমতল, কলকাতা - ৭০০ ০২৬, ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪২।
লাইকিস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর : প্রিন্স তুলসিয়ান
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৯.২০১৯

DIAMOND HARBOUR-II PANCHAYAT SAMITY
P.O. Sarisha, Dist.South 24 Parganas
N.I.eT
1A/MSDP(B.Wall)/19-20 (2nd Call) & memo no. 521/1(32)/En/D.H.II/P.S, dt.02.09.19 has been published. Contact office of the u/s concerned and visit www.e-tender.wb.nic.in for details. Tender ID : 2019_ZPHD_241811_1 to 3. Last date of application is 11.09.2019 upto 2.00 p.m.
Sd/-
Executive Officer
Diamond Harbour-II Panchayat Samity
Sarisha, South 24 Parganas

সিমবিওক্স ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
CIN : L65993WB1979PLC032012
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭এ, রাণী রাসমনী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
ই-মেল আইডি : symbioxinvestment100@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.symbioxinvestment.com
ফোন : (০৩৩) ২২৪৯-৫০৮৩
৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার ও ই-ভোটিং তথ্য
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে :
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য কোম্পানী-র সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম), সোমবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সকাল ৯.৩০ টায় ২২১রবীন্দ্র সরণী, ওমশ্রী বাজার, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০৭-এ অনুষ্ঠিত হবে।
(১) কোম্পানী এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি ও ২০১৯-এর বার্ষিক বিবরণী ও অন্যান্য নথি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সদস্যদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আই-ডি-তে পাঠানো হয়েছে। উক্ত নথি কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.symbioxinvestment.com পাওয়া যাবে। এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে পাঠানো হয়েছে।
(২) ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ হিসাবে যেসব সদস্য ফিজিক্যাল অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী তাঁরা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ই-ভোটিং পদ্ধতিতে দূরবর্তী স্থান থেকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যকলাপের উপর ভোট দিতে পারবেন। সদস্যরা মনে রাখবেন যে,
(ক) বৈদ্যুতিন ভোটের মাধ্যমে সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পন্ন হবে।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির সূচনা হবে শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, সকাল ১০টা।
(গ) রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির সমাপ্ত হবে রবিবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, বিকাল ৫টায়।
(ঘ) এজিএম-এ বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত